◻ বিশেষ ক্রোড়পত্র ◻ প্রকাশনা: তথ্য কমিশন ◻ অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◻ সার্বিক সহযোগিতা ও সমন্বয়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বাণী

তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এবারের 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবসের প্রতিপাদ্য 'তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি সুশাসনের অন্যতম নিয়ামক। তথ্যের অবাধপ্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে 'তথ্য অধিকার আইন ২০০৯'। এ আইনের মাধ্যমে নাগরিকগণ তথ্যে প্রবেশাধিকার পাচ্ছে। তথ্য কমিশনের পাশাপাশি সকল সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, নাগরিক সমাজ, জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে তথ্য অধিকার আইন পরিপূর্ণতা পেতে পারে।

তথ্য অধিকার আইন জনগণের কল্যাণে প্রণীত। তথ্যের অবাধ, সঠিক ও সময়োচিত প্রকাশ একদিকে যেমন জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে, অন্যদিকে কর্তৃপক্ষের সুশাসন নিশ্চিত হবে, জনগণ ও রাষ্ট্রের মধ্যে আস্থার সম্পর্ক সমুন্নত থাকবে। তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, তথ্য কমিশন তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকেও সুদৃঢ় করতে জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

"তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক"- এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিবছরের ন্যায় আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২ পালিত হচ্ছে। বর্তমান বিশ্ব তথ্য প্রযুক্তির এক অভূতপূর্ব সময়ে অবস্থান করছে। তথ্য প্রযুক্তির সুবাদে তথ্য আদান প্রদানে এক অভাবনীয় পরিবর্তন এসেছে। বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ শুরু করেন যার ফলাফল আজকের ডিজিটাল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এক যুগান্তকারী পরিক্রমায় অবতীর্ণ হয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার এবং তথ্য অধিকার- একে অপরের পরিপূরক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ পাস করেন। জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্যই এ আইন। আর এই তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে গণমাধ্যম ও তথ্য প্রযুক্তির ভূমিকা অনস্বীকার্য। স্ব-প্রণোদিতভাবে ওয়েবসাইটে তথ্য প্রকাশ, ই-মেইলে তথ্যের আদান-প্রদান এসব তথ্য প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বাস্তব ফলাফল।

নাগরিকের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকল্পে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রচার ও প্রকাশের জন্য সকল কর্তৃপক্ষকে উদ্বুদ্ধ করাসহ জনগণের সঠিক তথ্য লাভে তথ্য কমিশন নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে গতিশীল করার মাধ্যমে জনগণের তথ্যে প্রবেশাধিকার আরও মসৃণ হবে। মহামারি কোভিড-১৯ এর ভয়াল গ্রাসে বিশ্বব্যাপী সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল কর্মকাণ্ড ব্যাহত হচ্ছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ উদ্‌যাপন প্রশংসার দাবিদার। আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদযাপনের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে বলে আমি মনে করি।

আমি আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস, ২০২২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

ড. হাছান মাহ্‌মুদ, এমপি

সচিব
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

'তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক' এ প্রতিপাদ্য নিয়ে "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২" উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তথ্য অধিকার আইন-২০০৯ প্রণয়নের মাধ্যমে তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছেন। জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিতকরণ, সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি তথ্য অধিকার আইনের মূল উদ্দেশ্য। জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করতে সর্বোপরি উন্নত বাংলাদেশ গড়তে তথ্য অধিকার আইনের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

সরকার বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ, ইন্টারনেট ডেনসিটি বৃদ্ধি, সাবমেরিন ক্যাবলের ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি, নতুন সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন করেছে। টেলিযোগাযোগ খাতের সকল সেবা আধুনিক ও যুগোপযোগীকরণ, ইউনিয়ন পর্যায়ে অপটিক্যাল ফাইবার সংযোগ, প্রায় সকল উপজেলায় অপটিক্যাল ফাইবার কানেকটিভিটি, সকল জেলায় 'জেলা তথ্য বাতায়ন' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সারা দেশে ৫ হাজার ৮৬৫টি ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, ৮ হাজার ৫০০টি ডাকঘরকে পোস্ট ই-সেন্টারে রূপান্তরিতকরণ, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে পারস্পরিক যোগাযোগকে দ্রুত ও সহজতর করার মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তির যুগান্তকারী উন্নয়ন হয়েছে। তথ্য কমিশনের কার্যকর পদক্ষেপের ফলে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি আরো দ্রুত ও সহজ হয়েছে।

জনগণের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রণীত তথ্য অধিকার আইন জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, বিভিন্ন বিষয়ে গৃহীত নীতি জনগণকে অবহিত করা এবং উন্নয়নের স্রোতধারায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করছে। তথ্য কমিশনের আয়োজনে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উদ্‌যাপন সরকারের এ কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি "আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২" উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে তথ্য কমিশন কর্তৃক গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

মোঃ মকবুল হোসেন পি এ এ

তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত হোক

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস। UNESCO এর থিম এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিত বিবেচনায় এবারের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে 'তথ্যপ্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক'। সুশাসনের পূর্বশর্ত হিসেবে এবং সবরকম মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের ফলশ্রুতিতে প্রশাসনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সরকারি ও বেসরকারি কাজে জবাবদিহিতার পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর বাস্তবায়ন এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সংকল্প একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে প্রশাসনিক সংস্কারের ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'সোনার বাংলাদেশ' গড়ার জন্য এদেশকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তিতে সেরা একটি উন্নত সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। তিনি ১৯৫৪ সালে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে প্রযুক্তি সমৃদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দ করেছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তিনি সংবিধানে সকল নাগরিকদের জন্য সমান সুযোগের বিধান এবং জনগণের মৌলিক অধিকার হিসেবে তথ্য অধিকার নিশ্চিতের ব্যবস্থা নেন। আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ ইউনিয়নের সদস্যপদ অর্জন, ১৯৭৩ সালে টি এন্ড টি বোর্ড গঠন এবং ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন বেতবুনিয়ায় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র নির্মাণ করে জাতির পিতা এদেশে প্রযুক্তি নির্ভর তথ্য যোগাযোগ ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেন।

বঙ্গবন্ধুর সেই নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে নাগরিক সেবা পৌঁছানোর কাজ শুরু করেন। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৯ প্রণয়ন করে জনগণের দোরগোড়ায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেবা পৌঁছে যায় সেটা নিশ্চিত করতে হবে বলে নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইনটিকে অত্যন্ত প্রগতিশীল প্রযুক্তি বান্ধব আইন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই আইনের অনুচ্ছেদ ৫(২) ধারা মতে 'প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ যে সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবে সেই সকল তথ্য কম্পিউটারে সংরক্ষণ করিবে এবং তথ্য লাভের সুবিধার্থে সমগ্র দেশে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উহার সংযোগ স্থাপন করিবে' বলে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা- ২০১০, এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা-২০১০ এ 'প্রত্যেক কর্তৃপক্ষকে ক্রমান্বয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হইবে'মর্মে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ, ই-মেইল, ওয়েবসাইট ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

২০১০ সালে বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণে সমুদ্র উপকূলের চর কুকরিমুকরি হতে নিউজিল্যান্ডের সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং তখনকার UNDP Administrator Ms Helen Clark এবং ঢাকা প্রান্তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪৫০০+ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার উদ্বোধন করে তথ্য সেবা কে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর ব্যবস্থা শুরু করেন। সংযোগ স্থাপন করেছেন সাবমেরিন ক্যাবল, উৎক্ষেপণ করেছেন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এবং শক্তিশালী ব্রডব্যান্ড কানেকশন দিয়েছেন ইউনিয়ন পর্যন্ত।

সরকারি বেসরকারি সমন্বিত প্রচেষ্টায় প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ই-পোর্টাল দ্বারা তথ্য ব্যবস্থাপনায় তথ্য প্রাপ্তি সহজ ও জনগণের জীবন-মান উন্নয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, সর্বত্রই ডিজিটাল বাংলাদেশের ছোঁয়া লেগেছে। জাতীয় তথ্য বাতায়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ের প্রায় ৫২০০০ সরকারি অফিসের নাম, ঠিকানা ও সেখানকার সেবা পাওয়ার জন্য যোগাযোগের পদ্ধতিসহ সব তথ্যই রয়েছে। একই প্লাটফর্মে এত তথ্যের সমারোহ বিশ্বে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। তথ্য বাতায়ন নাগরিকের জন্ম নিবন্ধন সনদ, কৃষকের ফসলে পোকামাকড়ের সমস্যার সমাধানে বিশেষ পরামর্শ পাওয়া, পাসপোর্ট তৈরির বিষয়ে নিয়ম-কানুন সহ নাগরিকের সকল প্রয়োজনীয় তথ্যের ভাণ্ডার হিসেবে গড়ে উঠেছে।

সরকারের জাতীয় হেল্পলাইন '৩৩৩' করোনাকালীন সময়ে এক নির্ভরতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। এই হেল্পলাইনে করোনা বিষয়ক তথ্য সেবা, জরুরি স্বাস্থ্য পরামর্শ, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, ঔষধ এবং খাদ্য সহায়তার মতো জরুরি সেবা গুলো দেওয়া হয়ে থাকে। এমনকি কেউ কোন বিপদে পড়ে অ্যাপটি খুলে ফোনে দুটি ঝাকুনি দিতে পারলেই '৯৯৯' এ কল চলে যাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে যাতে প্রয়োজনে নিরাপত্তা বাহিনী তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

ই-নথির মাধ্যমে সরকারি দপ্তরে কর্মকর্তা/ কর্মচারিদের মধ্যে তাৎক্ষণিক যোগাযোগ এবং সমন্বয় সহজ হয়েছে। এ পদ্ধতিতে সময় ও খরচ সাশ্রয় করে ফাইলের দ্রুত নিষ্পত্তি সম্ভব হচ্ছে। বিশেষ করে করোনা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্বের শর্ত পালন এবং অফিস সময়ের পরে সরকারি জরুরি নির্দেশনা পালনে ডিজিটাল নথি সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সব সরকারি পরিসেবা একজায়গায় আনার জন্য তৈরি হয়েছে মাইগভ প্ল্যাটফর্ম। আইসিটি মন্ত্রণালয় এর সূত্রে জানা যায় এই প্ল্যাটফর্মটি থেকে ১০৫৬ ধরণের সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে।

করোনা মহামারির সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু পড়ালেখা থেমে থাকেনি। ভার্চুয়াল ক্লাসে যোগদান করে টেলিভিশন, ফোন, ল্যাপটপ, ফেইসবুক এর মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্লাস চালিয়ে নেয় মানসম্মত শিক্ষকের মাধ্যমে। এর ফলে করোনা মহামারির সময় স্কুল বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের যে ক্ষতি হয়েছিল তা অনেকটাই কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শ্রবণবান্ধব পাঠ্যবই, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য'শিক্ষক বাতায়ন' 'মুক্তপাঠ' শিক্ষকের দক্ষতা উন্নয়নে এক সমৃদ্ধ প্রশিক্ষক কেন্দ্র। তেমনিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'কিশোর বাতায়ন' সহশিক্ষা কার্যক্রমের এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে।

এদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা সবসময়েই ছিল একটি জটিল প্রক্রিয়া। ২৪৭ বছর পর বর্তমানে জনগণ সরকার নির্ধারিত ১০০ টাকা জমা দিয়ে ঘরে বসেই মূল পর্চা পেয়ে যান ডাক বিভাগের গ্যারান্টেড এক্সপ্রেস পোস্টের মাধ্যমে। একই ব্যবস্থা থেকে ই-নামজারি, খতিয়ানের সার্টিফাইড কপি, ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান এর ফলে হয়রানি, সময় ও অর্থের অপচয় কমেছে।

কিছু দিন পূর্বেও গ্রামীণ এবং নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী আর্থিক সেবাগুলোর জন্য বেশ অসুবিধার সম্মুখীন হতো। এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে আর্থিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ই-কমার্স এর ফলে অনলাইনে কেনাকাটা জীবনকে অনেক সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করেছে। মফস্বল থেকে নিত্য নতুন পণ্য কেনা বেচা করে অনেক উদ্যোক্তা যুক্ত হচ্ছেন ই কমার্সের সাথে। ডিজিটাল মার্কেটে ঘরে বসেই নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে জীবন-মান বদলাচ্ছেন গ্রামের একজন সাধারণ কৃষক বা মহিলা। এর ফলে বিকেন্দ্রীভূত সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে। একপে ইউটিলিটি বিল/ফি পেমেন্ট, সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে অনলাইনে সহজলভ্য, বিশ্বস্ত এবং নিরাপদ লেনদেনের সুযোগ করে দিয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় বা করোনাকালীন সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, পেনশনভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, বয়স্ক, বিধবা, প্রতিবন্ধী ভাতা বা শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি সবই ইএফটি এর মাধ্যমে এখন ঘরে বসেই পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় দেশের সর্বোচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বিচারিক কার্যক্রম ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে চালানো শুরু হয় করোনা পরিস্থিতিতে। সুরক্ষিত ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে শারীরিক উপস্থিতি ব্যতিরেকে বিচার কার্যক্রম পরিচালনা সম্ভব হয়েছে। এই বিচার ব্যবস্থায় ২৭ হাজারের অধিক জামিন আবেদন গ্রহণ ১১ হাজারের অধিক ভার্চুয়াল শুনানী সম্পন্ন হয়। এই পোর্টালে ৯ হাজার আইনজীবী নিবন্ধিত হন মার্চ, ২২ এর হিসেব অনুযায়ী।

তথ্য কমিশনেও করোনাকালীন বিশেষ করে লকডাউনকালীন সময়ে স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা এবং অভিযোগকারীগণের সময়, খরচ এবং ভিজিট কমানোর জন্য অনলাইন শুনানী পদ্ধতি ব্যবহার করে ৪৫৭টি অভিযোগের (৯৭%) শুনানী গ্রহণ করে নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ১০০% সিদ্ধান্ত ওয়েবসাইটে দেয়া হয়েছে। জনগণ যাতে অনলাইনে আবেদন করে তার আবেদন ট্র্যাকিং করে দ্রুত সেবা নিশ্চিত করতে পারে এ লক্ষ্যে এটুআই এর সহায়তায় সিস্টেম ডেভেলপমেন্টের কাজ চলমান রয়েছে।

এক কথায় একজন মানুষের জীবনে যত ধরণের তথ্য সেবা প্রয়োজন, জন্ম নিবন্ধন, স্কুল কলেজে ভর্তি, পরীক্ষার রেজাল্ট, চাকুরির দরখাস্ত, ট্যাক্স প্রদান, টেন্ডারিং, ব্যাংকিং, ই-পাসপোর্ট, পুলিশের নিকট অভিযোগ, ইউটিলিটি বিল প্রদান, বিদেশে অবস্থানরত পরিজনদের সাথে যোগাযোগ, স্বাস্থ্যসেবা বা সরকারি সহায়তা প্রদান, জনসাধারণের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে গিয়েছে। তৈরি হচ্ছে স্বচ্ছ জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান, অন্তর্ভূক্তিমূলক সেবা কার্যক্রম। প্রতিটি কার্যক্রমই বৈশ্বিক টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা (SDG) এর সুনির্দিষ্ট টার্গেট এবং goal 'একজনকেও পিছে ফেলে নয়' প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের E-government Development Index প্রতি দুই বছর পর পর সরকারের সক্ষমতা পর্যালোচনা করে। ২০২০ সালের পরিসংখ্যানে ১৯৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১১৯তম। এক পরিসংখ্যানে UNDP এর Administrator Achim Steiner বলেছেন ডিজিটালাইজেশনে ৫ বিলিয়ন ভিজিট, ১১ বিলিয়ন ডলার খরচ এবং নাগরিকদের ৯ বিলিয়ন কর্মদিবস বাঁচিয়েছে। নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও প্রাপ্ত সার্ভিস বিবেচনায় বাংলাদেশের অগ্রগতি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃতি পেয়ে পুরস্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট কাঠামোগত দুর্বলতা, একই সঙ্গে মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে সময় সাপেক্ষ কেননা তথ্য গোপন রাখা বা কোনো তথ্য রেখে ঢেকে বলা বা বাড়িয়ে বলা অনেক ক্ষেত্রে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে এখনো ক্যাটালগিং ও ইনডেক্সিং পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। প্রশিক্ষিত জনবল, অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, ইন্টানেট সুবিধা না থাকাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রযুক্তিগত সাপোর্ট সকল পর্যায়ে বিশেষ করে ইউনিয়ন ও পৌরসভায় নেই। এছাড়াও এনড্রয়েড ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৩০% বেশি নয়।

ইউডিসিগুলিরও দূরত্ব গড়ে ৪ কিলোমিটার। যেখানে নারী, প্রতিবন্ধী ও দরিদ্র শ্রেণির মানুষের পক্ষে সেবা নেয়া এখনো দুষ্কর। এমনকি তথ্যের প্রযুক্তিগত প্রবেশাধিকার থাকা সত্ত্বেও বিশালাকার তথ্য ভান্ডার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে পাওয়াও জটিল ও সময় সাপেক্ষ। সাধারণ মানুষ নিত্য নতুন টেকনোলজির সাথে খাপ খাওয়াতে নতুন করে প্রতিবন্ধকতার কবলে পড়ছে। অন্যদিকে যথাযথ সচেতনতা ও জ্ঞানের অভাবে সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত তথ্য সহজেই সোশাল মিডিয়ায় চলে আসছে যা তাদের হয়রানি ও অস্বস্তির কারণ হচ্ছে। প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম বড় হুমকি হচ্ছে সাইবার ক্রাইম। অনেক বড় বড় ব্যাংক এবং সংস্থাও এর শিকার হচ্ছে। উন্নত বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার রোবটিক পদ্ধতিতে তথ্যে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবেশাধিকার দেয়ার বিষয়েও গবেষণা চলছে। তাতে হয়তো বা আবার নতুন করে তথ্য সেবাসহ সকল সেবা প্রদান পদ্ধতি এডজাস্ট করতে হবে। সেই প্রস্তুতিও আমাদের নিয়ে রাখতে হবে এখন থেকেই। প্রয়োজন মানুষের দক্ষতা বাড়ানো, সকলকে অন্তর্ভূক্তিকরণও জরুরি। কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ ও মানোন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এদেশে ৪৯% মানুষের বয়স ২৪ বছর বা তার নীচে তাদেরকে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। তবে প্রযুক্তির পাশাপাশি প্রচলিত পদ্ধতিও চালু রাখতে হবে যাতে কেউ যেন বঞ্চিত না হয়। সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রসহ সকল মিডিয়া কর্মী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সকল সমাজ কর্মীদের সুসমন্বিত উদ্যোগ ও পথচলা হতে হবে একই লক্ষ্য পূরণে।

তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে সরকার ও জনগণের যোগাযোগের প্রচলিত ধারা পাল্টে তথ্য সেবা প্রাপ্তি এখন জনগণের হাতের মুঠোয় চলে এসেছে অনেক ক্ষেত্রেই। জনগণের তথ্য জানা এবং উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুফল হিসেবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। করোনা সংকটসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে দেশের প্রযুক্তিগত অবকাঠামো। স্থানীয় ও বৈশ্বিক পরিবর্তনশীল চাহিদা মোতাবেক সক্ষমতা গড়ে তুলে প্রশাসনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত করতে জটিল বিশ্বব্যবস্থায় তথ্যপ্রযুক্তি এক আশীর্বাদ হয়ে এসেছে। বাংলাদেশও এই আশীর্বাদপুষ্ট নিশ্চিতভাবেই যা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব আমাদের সকলেরই। ❑

সুরাইয়া বেগম এনডিসি
তথ্য কমিশনার
তথ্য কমিশন।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৩ আশ্বিন ১৪২৯
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২

বাণী

'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য 'তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের তথ্যের অধিকারকে সম্মান দিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী নবম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে এবং এর আওতায় তথ্য কমিশন গঠন করেছে। ফলে জনগণ ও গণমাধ্যমের প্রয়োজনীয় তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমরা দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় সব সময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছি। তথ্যের অবাধ প্রবাহকে আরও বিস্তৃত করতে আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশন, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪৫টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২৮টি এফএম বেতার কেন্দ্র এবং ৩২টি কমিউনিটি রেডিও সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এতে তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা সহজতর হয়েছে। সংসদ টেলিভিশন চালুর ফলে গণমানুষের কাছে সংসদের কার্যক্রম সরাসরি পৌঁছানো সহজ হয়েছে।

তথ্য কমিশন সরকারের সার্বিক সহযোগিতায় তথ্য অধিকার আইনের সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে এবং জনগণের তথ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বিরাজমান বাধাসমূহ দূর করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তথ্য কমিশন তথ্য বঞ্চিত জনগণের অভিযোগ আমলে নিয়ে নিয়মিত শুনানির মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে যাচ্ছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন মাধ্যমে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ যত তথ্য পাবে, তাদের জীবনমানের তত উন্নয়ন ঘটবে।

আমি আশা করি, তথ্য অধিকার আইনের অধিকতর ব্যবহারের মাধ্যমে মুক্ত সমাজগঠন ও জনগণের ক্ষমতায়ণ নিশ্চিত হবে, গণতন্ত্র ও সুশাসন আরও সুদৃঢ় হবে। জাতির পিতার' সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে আরও একধাপ এগিয়ে যাবে। তথ্য কমিশন আমাদের সরকারের এ উদ্যোগকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে-এ আমার প্রত্যাশা।

আমি 'আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস ২০২২'- এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

প্রধান তথ্য কমিশনার

বাণী

তথ্য প্রাপ্তি ও জানা মানুষের গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকার। এই অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যেই তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রণীত হয়েছে। তথ্যই শক্তি। তথ্য মানুষকে সচেতন করে, সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহায়তা করে, সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠান গুলির ওপর জনগণের ক্ষমতায়নকে প্রতিষ্ঠা করে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ২৮ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস পালিত হচ্ছে। 'তথ্য প্রযুক্তির যুগে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হোক'-এবারের এ প্রতিপাদ্য নির্ধারণ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং এ সংশ্লিষ্ট বিধি ও প্রবিধি প্রত্যেকটিই তথ্য প্রযুক্তি বান্ধব। তথ্যের অবাধ প্রবাহ তথা তথ্য সহজলভ্যকরণ, তথ্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রচার ও প্রকাশ, তথ্য আদান প্রদান সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হয়েছে। তথ্য প্রাপ্তি ও প্রদানে ই-মেইলের ব্যবহার, সকল কর্তৃপক্ষের ইন্টারনেট সংযোগ সার্বক্ষণিক সচল রাখা, ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস ও সংরক্ষণ, তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন; অন্যান্য দপ্তর-সংস্থা ও জনগণের সহিত যোগসূত্রের মাধ্যম, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রদান ও প্রকাশের কার্যকর মাধ্যম হিসাবে ওয়েবসাইটের আবশ্যিক ব্যবহার ও হালনাগাদকরণ; তথ্যের নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা ইত্যাদি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে ওয়েবসাইটের সর্বোত্তম ব্যবহার স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে যা সুশাসনের অন্যতম অনুষঙ্গ।

তথ্য কমিশন অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় তথ্য আদান প্রদানে সর্বক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ও চর্চা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। অনলাইনে অভিযোগ শুনানী ও নিষ্পত্তিকরণ, তথ্যের আবেদন গ্রহণ ও প্রদান, অনলাইনে প্রশিক্ষণ প্রদান, ভিডিও কনফারেন্সিং ইত্যাদি ব্যাপক ভাবে প্রচলন করা হয়েছে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ ঘোষণার আওতায় ইতিমধ্যেই তৃণমূল পর্যন্ত শক্তিশালিও সমন্বিত ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, নিজস্ব স্যাটেলাইট ও শক্তিশালি মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন; ৫ হাজারের অধিক ইউনিয়ন ও পৌর ডিজিটাল সেন্টার স্থাপন, প্রায় ৫০ হাজার ওয়েবসাইট সম্বলিত সর্ববৃহৎ ওয়েবপোর্টাল তৈরি, বিভিন্ন কলসেন্টার স্থাপন ইত্যাদি কারণে প্রান্তিক জনগণেরও ঘরে বসেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও তথ্যসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে বিদ্যমান প্রতিকূলতা দূর করে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির নিরবচ্ছিন্ন ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত হবে-এটাই দিবস পালনে দেশবাসীর প্রত্যাশা।

জয় বাংলা।

মরতুজা আহমদ